"মিষ্টি বাচ্চারা - অর্থ সহকারে বাবাকে স্মরণ করলে তবেই তোমাদের পাপ নাশ হবে, আত্মা পতিত থেকে পবিত্র হবে, নম্বর ওয়ান সাবজেক্ট হলো স্মরণ করা"

*প্রশ্নঃ - মানুষের আর্জি কি? বাবা সেই আর্জি কিভাবে পূর্ণ করেন?

*উত্তরঃ - মানুষ বাবার কাছে আর্জি পেশ করে - হে গড ফাদার, আমাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করো, হে করুণাময় বাবা, করুণা করো । বাবা সকলের আর্জি শুনে স্বয়ং এখানে আসেন আর মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করার উপায় বলে দেন - বাচ্চারা, তোমরা শুধু আমাকে স্মরণ করো। শুধুমাত্র বাবার মহিমা কীর্তন করে কোনো লাভ নেই। তাঁর চরিত্রের গুণগান করা নয় বরং রাজযোগ শিখে নিজে চরিত্রবান হয়ে উঠতে হবে।

*গীতঃ- ভোলানাথের মত এমন অনুপম আর কেউ নেই....

ওম্ শান্তি । এ কার মহিমা শুনলে? যিনি বিগড়ে যাওয়া সব কিছুকে আবার গড়ে তোলেন, তাঁর মহিমা। যিনি আদি মধ্য এবং অন্তিমের নলেজ শোনান, সকলের উপরে তাঁর স্থান। যখন কেউ এই জ্ঞান শুনতে আসেন, তখন সর্বপ্রথমে তাকে একথা বোঝাতে হবে যে - সবার উপরে যে ভগবানের স্থান, তাঁরই মহিমার গায়ন হয়। তাঁর নাম যত মহান, তাঁর থাকার স্থানও ততই উপরে। গ্রন্থেও লেখা রয়েছে - যাঁর নাম সকলের উপরে, তাঁর স্থানও সকলের উপরে। সকলের থেকে উঁচু স্থানে থাকেন পরমপিতা পরমাত্মা। যেখানে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা থাকেন, তা হল নিরাকারী দুনিয়া। তার নিচে রয়েছে আকারী এবং সাকারী দুনিয়া। অতএব সর্বপ্রথম তাঁরই পরিচয় দিতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মাই তো ট্রুথ (চিরসত্য)। তিনি রচয়িতা, তারপর তাঁর রচনার স্থান। সবচেয়ে উঁচুতে রয়েছেন, তিনি বীজরূপ। তারপর তাঁর নিচে রয়েছেন সূক্ষ্মলোক নিবাসী - ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর। এঁরা তাঁরই রচনা। রচয়িতার স্থান সবার উপরে। বাবা সেই রচয়িতা, বাকি সবই তাঁর রচনা। সবাই এক পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান, সেই জন্যই তোমরা আত্মারা সকলে ভাই-ভাই সম্বন্ধে যুক্ত। সুতরাং পরমপিতা পরমধামেই থাকেন। তাঁকেই পরমাত্মা বলা হয়। তোমাদের দেহের জন্মদাতা পিতা তো অনেকেই রয়েছেন। সর্বপ্রথম সকলকে আত্মিক পিতার পরিচয় দিতে হবে । সকলেই তাঁর রচনা। ছবির প্রতিও সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। সর্বপ্রথম এবং সর্বোপরি রয়েছেন পরমপিতা পরমাত্মা, তাঁকে মনুষ্য সৃষ্টিরূপী বৃক্ষের চৈতন্য বীজরূপ বলা হয়। তিনি হলেন - সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ। সৎ অর্থাৎ যিনি সত্য বলেন। আত্মাও সত্য - তা কখনো আগুনে পোড়েনা, তার মৃত্যু নেই। যিনি সৎ অর্থাৎ সত্য, তাঁর সন্তানদেরও তো সত্য হওয়া দরকার। প্রথম প্রথম তোমরা দেবী-দেবতা রূপে, সত্য ছিলে। সত্যখন্ড স্থাপনকারী বাবা হলেন সত্য পিতা। পরমপিতা পরমাত্মা কোন মিথ্যার দুনিয়া স্থাপন করেন না। এই ভারত ভূখণ্ড একসময় ছিল সত্যভূমি, তা এখন মিথ্যার দুনিয়ায় পরিণত হয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন সত্য। যে পতিত বানায়, তাকে কখনো সত্য বলা হয় না। বাকি সবই হলো মিথ্যা। ৫ বিকাররূপী মায়া রাবণ সত্যভূমিকে মিথ্যা করে তোলে। রাম সত্য, রাবণ মিথ্যা। রাবণ ভারতভূমিকে মিথ্যাভূমিতে পরিণত করে। সমস্ত কাহিনী ভারতকে কেন্দ্র করেই হয়। বোঝানো হয়, যে ভারত এক সময় স্বর্গ ছিল, তা এখন নরকে পরিণত হয়েছে। বাবাকে বলা হয় স্বর্গ সৃষ্টিকারী অথবা তাঁকে স্বর্গের রচয়িতা বলা হয়। ভারতেরই মহিমা কীর্তন হয়। আদি মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান তোমাদেরকে শোনানো হয় - এই জ্ঞানের মাধ্যমে তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে ওঠো। একেই বলা হয় স্বদর্শন চক্র। তোমরা জানো যে তোমরা আত্মারা, পুনরায় পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। গায়ন রয়েছে যে আত্মারা এবং পরমাত্মা বহুকাল একে অপরের থেকে আলাদা হয়েছিল। এখন পুনরায় মিলনের সময় এসেছে, এই মিলন অত্যন্ত সুন্দর মঙ্গলকারী। সবার প্রথমে সকলকে তোমরা বাবার পরিচয় দাও। রচয়িতা বাবাকে সর্বব্যাপী বলে অভিহিত করলে, এ কথা প্রমাণ হয় না যে - আমরা সকলে তাঁর সন্তান। বাচ্চারা কখনো এরকম ভাবে বলবে না যে - আমরা সকলে পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁকে সর্বব্যাপী বললে, বাবার প্রতি সেই ভালোবাসা থাকে না, তাঁর প্রতি বুদ্ধিযোগও যুক্ত হয় না। ভারতের প্রাচীন যোগ বিখ্যাত। বাস্তবে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে এক বাবার প্রতি। বাবা যদি সর্বব্যাপী হন, তাহলে যোগ লাগাবে কার সাথে? নিজে নিজের সাথেই লাগাবে ? এই কথার কোন অর্থই হয় না। এখন তোমরা অর্থ সহকারে বাবাকে জানো, তাঁকে চেনো। বাবা নিজেই বলেন যে - আমার সাথে যোগযুক্ত হলে তবে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বিকর্ম তো হতেই থাকে। সম্পূর্ণ কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে অন্তিমে। যখন জ্ঞানের অন্ত হবে তবেই রেজাল্ট বেরোবে। স্কুলেও কেউ একটা সাবজেক্টে ভালো হয়, কেউ অন্য সাবজেক্টে ভালো হয়। এখানে সবচেয়ে সহজ সাবজেক্ট হলো - বাবাকে স্মরণ করা। বাবাকেই স্মরণ করা হয়, তাঁকে স্মরণ করার মাধ্যমে আত্মা ভালো হয়ে উঠবে, বাসন

পরিষ্কার হবে। যে আত্মা ইম্পিওর (অশুদ্ধ) হয়ে গিয়েছিল, তা আবার পিওর (শুদ্ধ) হয়ে যাবে। সবচেয়ে উঁচুতে যে বাবার স্থান, তিনি এসে তোমাদেরকে পড়ান আর সর্বোচ্চ পদপ্রাপ্ত করিয়ে দেন। তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠো। তোমরা এখন জানো যে, বরাবর আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই ছিল এখানে। তাদেরকে হিন্দু বলা যায় না। ভারতের নাম পরিবর্তন করে হিন্দুস্তান নাম রেখে দিয়েছে। তখন ভারতে আদি সনাতন পবিত্র দেবী দেবতা ধর্ম ছিল, তাই সেই স্থানকে বৈকুন্ঠ বা স্বর্গ বলা হতো। সেই সময় হল সত্যযুগ, তখন তাকে বলা হত নতুন দুনিয়া। বাবা সেই দুনিয়া রচনা করেন। তিনি নিরাকার। সকলেই বলে হে গডফাদার। তাঁর স্থান সকলের ঊর্ধ্বে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু শংকর হলেন সূক্ষ্ম দেহধারী। তারা যেখানে থাকেন, সেই স্থানকে সূক্ষ্মলোক বলা হয়। আর বাবা যেখানে থাকেন, তা হল শান্তিধাম - সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড। এখানে এই জগৎ হল স্থূলবতন। কেউ যখন প্রথম আসবে, তখন তাকে দিয়ে ফর্ম ভরাতে হবে। আত্মার পিতা কে? ভগবানকেই সর্বোপরি বলা হয় । সাধুসন্ত ইত্যাদিরা সকলেই তাঁর কাছে প্রার্থনা করে। প্রার্থনাকে রিকুয়েস্ট (অনুরোধ)ও বলা হয়ে থাকে। ওরা প্রার্থনা করে - হে গডফাদার, আমরা তোমাকে আর্জি জানাই যে, আমাদের পাপ ভস্ম করে দিয়ে, করুণাময় বাবা, তুমি আমাদের প্রতি করুণা করো। এমনিভাবে তারা আহ্বান করতে থাকে। সকলেই দয়া বা করুণা করে না। সকলের প্রতি করুনা করেন, একমাত্র বাবা। তাঁকে সর্বদয়া বলা হয়ে থাকে। তিনি কি করেন? কত জনের প্রতি করুণা করেন। সেটাও এই ড্রামাতে নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। এখন যে সকল ঘটনা ঘটে চলেছে তা তোমরা বিচার করে দেখো যে সকল কিছুর উল্লেখ গীতা অথবা ভাগবতে নেই। গীতা হল জ্ঞান । সেখানে কোনো চরিত্র অথবা কোনো ঘটনাবলির তো কোনো প্রয়োজন নেই। স্টুডেন্ট কি কখনো টিচারের নামচরিত গান করে? বসে বসে শুধুমাত্র শিক্ষকের মহিমা গান করলে কোন লাভ নেই। শুধুমাত্র বাবার মহিমা কীর্তন করা যে - তিনি জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর - এতে কোন কিছুই প্রাপ্ত হয় না। বাচ্চারা এখন তোমরা বোঝো যে, বাবা তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে ত্রিকালদর্শী করে তোলেন অর্থাৎ তিনকাল এবং তিনলোকের নলেজ প্রদান করেন। অতএব তোমাদেরকে মাস্টার ত্রিলোকিনাথও বলা হয়। ত্রিকালদর্শীও বলা যেতে পারে। বরাবর ভাবেই তোমরা তিনলোকের জ্ঞাতা হয়ে, তিন লোকের নাথ হয়ে ওঠো। এ হল রাজযোগ। তোমরা বাদশা হয়ে উঠছো। তা করে তুলছেন বাবা। তাঁকে পারসনাথও বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির রয়েছে, কিন্তু মানুষ জানে না যে তারা কারা। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন পারসপুরীর নাথ। সত্যযুগকে পারসপুরী বলা হয়ে থাকে।

তোমরা এটা জানো যে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের হিরে-জহরতের মহল ছিল। পারসনাথ ছিলেন। তো সবার আগে এটা বোঝাও যে - সকলের রচয়িতা বাবাকে তো মানো! তিনি হলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরেরও রচয়িতা। প্রথমে তো এটা নিশ্চয় করো যে এই বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। স্বর্গে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা ছিল। তাদের এই জ্ঞান কবে প্রাপ্ত হয়েছে? বাবা বলছেন যে আমি প্রতি কল্পের সঙ্গম্ যুগে এই জ্ঞান প্রদান করতে আসি। স্পষ্টতঃই তোমরা এখন সত্যযুগের আদির পারসনাথ হচ্ছো। এটা কতোই না ফার্স্ট ক্লাস জ্ঞান। এখানে বসে আছো, তোমরা বুঝে গেছো যে আমরা বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করে পারসপুরীর মালিক পারসনাথ হব। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে যে - লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রমুখ দেবী-দেবতারা কতোই না ধনবান ছিলেন। অনেক অলংকার ইত্যাদি ছিল। তারা অনেক ধনী হয়ে থাকেন। তাই সবার আগে বাবাকে জেনে তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাবাকে স্মরণ করে উত্তরাধিকার নিতে হবে। এটাই হল সূক্ষ্ম বিষয়। হিরে জহরতের কতো বড় বড় মহল ছিল। এখন সেসব আর নেই। পুনরায় নিজের সময়ানুসারে নতুন করে সৃষ্টি হয়ে যাবে। পূর্বে ছিল, বিনাশ হয়ে গিয়েছিল, আবার অবশ্যই নতুন করে হবে, এটাই ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত আছে। এটা হল বুদ্ধি দিয়ে বোঝায় বিষয়। যুদ্ধের সময় সব কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। পুনরায় নতুনভাবে মহল বানাতে হয়। মহল অবশ্যই বানানো হয়েছিল। তোমরা সাক্ষাৎকারে দেখেছিলে যে সেখানে মহল ছিল। আমরাই বানিয়েছিলাম। এমন নয় যে সাগরের নিমজ্জিত হয়েগিয়েছিল, সেটা পুনরায় উত্থিত হবে! না। এটা তো ড্রামার চক্র, পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। সাধারণ মানুষ মনে করে যে রাবণের লঙ্কা অথবা সোনার দ্বারিকা সাগরের নীচে চলে গেছে, সেটা আবার পুনরায় উঠে আসবে। কিন্তু এরকম তো হয় না। এখন তোমরা দ্বারিকার মালিক হতে চলেছো। কতোই না ধনবান ছিলে! ধন-দৌলত সব ছিল। এখন সব হারিয়ে গেছে। সবাই লুট করে নিয়ে গেছে। পুনরায় এইরকমই হবে। সর্ব প্রথম বাবার পরিচয় দিয়ে তারপর চক্রের রহস্য বোঝাতে হবে যে এটা কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়? সত্যযুগের স্থাপনা বাবাই করেন। এখন বাবা সম্মুখে বসে বলছেন যে আমাকে স্মরণ করো। স্মরণের এই যোগাগ্নির দ্বারাই তোমরা পতিত থেকে পাবন হতে পারবে, এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। যোগ অগ্নির দ্বারা পতিত থেকে পাবন হয়। পতিত-পাবন বাবা-ই এসে পাবন দুনিয়া স্থাপন করেন। তারপরও তোমরা গঙ্গাকে পতিত-পাবনী কেন বলো? জপ্, তপ্, গঙ্গা স্নান ইত্যাদি করা - এসব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। ভক্তিমার্গ প্রথমে অব্যাভিচারী ছিল, এখন ব্যাভিচারী হয়ে গেছে। ব্যাভিচারী হতে অর্ধেক কল্প লেগে যায়। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা, এইভাবে কলা কম হতে থাকে। এসব কথা জ্ঞান সাগর বাবা বোঝাচ্ছেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে জ্ঞান সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ বলা হবে না। পরমপিতা বললে বুদ্ধি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের দিকে যায় না। আত্মারা পরমপিতা

পরমাত্মা বাবাকেই স্মরণ করতে থাকে, যখন তাদের দুঃখ হয়। সত্যযুগে সুখ থাকে তাই সেখানে কেউ আহ্বান করে না। এখন আত্মারা জেনে গেছে যে অর্ধেক কল্প ধরে তারা দুঃখ পেয়ে এসেছে। এখন পুনরায় স্বর্গে যাবে। সেখানে কোনও দুঃখ নেই এইজন্য সত্যযুগে বাবাকে স্মরণ করার দরকার পড়ে না। ড্রামা অনুসারে বাবা আমাদেরকে সুখের উত্তরাধিকার দিয়েই যাবেন। মানুষ যখন বৃদ্ধ হয় তখন বাণপ্রস্থে যায়। গুরু করে। এখানে তো বাবা স্বয়ং এসে সদ্গুরু হন। বলেন যে - তোমাদের সবাইকে সাথে করে নিয়ে যাবো। এইরকম আর কেউ বলতে পারবে না। সাথে তো কেউ নিয়ে যাবে না। প্রত্যেককে পুনর্জন্ম অবশ্যই নিতে হবে। ভূমিকা পালন করতে তো আসতেই হবে। আমি তো বারংবার জন্ম নিই না। যদি আমিও বারংবার জন্ম নিতাম তাহলে আমিও তমোপ্রধান হয়ে যেতাম। আত্মাই ইম্পিয়োর (অপবিত্র) হয়। আত্মাতেই খাদ্ পড়ে। গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ শব্দগুলি এখনই আছে। স্পষ্টভাবেই এখন হল আয়রণ এজ্। এখন হল সঙ্গম। বাবাকে অবশ্যই আসতে হয়। পুরানো সৃষ্টিকে নতুন বানানো - এটা হল বাবারই কাজ। বাবাই হলেন পতিত-পাবন অর্থাৎ বাবাই সৃষ্টি পরিবর্তন করেন। সৃষ্টির রচয়িতা নন্, পরিবর্তক। রচয়িতা বলার কারণে সাধারণ মানুষ মনে করে যে বড় প্রলয় হয়। পতিত-পাবন শব্দটি ঠিক আছে। সাধু-সন্ন্যাসীরাও গাইতে থাকে - পতিত পাবন সিতারাম, এমন তো কখনো বলে না যে পতিত-পাবনী গঙ্গা। পতিত-পাবন বলার কারণে বুদ্ধি পরমাত্মার দিকে চলে যায়। গঙ্গা নদী তো সেখানেও থাকে, কিন্তু সেখানে সব জিনিস সতোপ্রধান হয়ে যায়, গঙ্গাও তখন সতোপ্রধান থাকে। এখানে তো হলো তমোপ্রধান, ফ্লাড (প্লাবিত) করে। অসংখ্য গ্রাম ডুবিয়ে দেয়। ব্রহ্মপুত্র অনেক গ্রাম ডুবিয়ে দেয়। এটা হলই দুঃখধাম। সত্যযুগে থোড়াই দুঃখ ভোগ করবে। সেখানে তো নিয়মানুসারে নিজস্ব রাস্তায় চলবে। এখানে রাস্তা ছেড়ে চলে যায়। কখন কোন্ দিকে চলে যায়। সেখানে ৫ তত্ব সতোপ্রধান হওয়ার কারণে জলও কখনও দুঃখ দেয় না। এখানে জলও দুঃখ দেয়। প্রথমে তো এটা বুঝতে হবে যে স্বর্গের সুখ দাতা কে? অবশ্যই বাবাই হবেন। এখন তো নরক। বাবা এসেছেন। আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানেরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই নতুন সৃষ্টি রচনা করেন। মানুষ থেকে দেবতা হতে বেশী সময় লাগে না। কে করেন? পরমপিতা পরমাত্মা। শ্রীকৃষ্ণ তো নিজেই হল দেবতা। বাবাই এসে মানুষ থেকে দেবতা বানান। এটা তোমরা এখন জানতে পারো। আগে তো কেবল গাইতো - মানুষ থেকে দেবতা হতে বেশী সময় লাগে না। তারা জানতো না যে সত্যযুগ কে স্থাপন করেছেন? রচয়িতা কে? সত্যযুগী সৃষ্টি পুনরায় কলিযুগী হয়ে যায়। তো তোমরা বাচ্চারা বুঝে গেছো যে এটা হল সবথেকে বড় রঙ্গমঞ্চ - আকাশ তত্ত্বের। এখানে খেলা হয়, নিজের স্টেজ চাই, তাই না। মানুষ নিজের ভূমিকা পালন করে তো আলো চাই তাই না। এরজন্য আবার সূর্য চন্দ্র সেবা করে। তারা-রাও ঝলমল করে। যখন রাত হয় তখন আলো অর্থাৎ সুখ প্রদান করে এইজন্য সূর্য দেবতা, চন্দ্র দেবতা বলে থাকে। আলো প্রদান করে সুখ দেয় তাই না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) ড্রামার চক্রকে যথার্থ রীতিতে বুঝে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবার সমান দয়াবান হয়ে সকলের প্রতি দয়া করতে হবে।

২) বাবা সত্যখণ্ড স্থাপন করছেন এইজন্য সত্য হয়ে থাকতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে আত্মাকে স্বচ্ছ বানাতে হবে।

বরদানঃ- সেবার ভাবনার দ্বারা অমর ফল প্রাপ্তকারী সদা মায়ার রোগ থেকে মুক্ত ভব

যে বাচ্চারা সঙ্গম যুগের প্রভু ফল, অবিনাশী ফল, সর্ব সম্বন্ধের স্নেহের রসালো ফল খায় তারা সর্বদাই মায়ার রোগ থেকে মুক্ত থাকে। অন্যান্য ফল তো সত্যযুগেও পাওয়া যাবে আর কলিযুগেও পাওয়া যাবে কিন্তু সেবার ভাবনার প্রত্যক্ষ ফল, প্রভুফল যদি এখন না খাও তাহলে সমগ্র কল্পেও খেতে পাবে না। এই ফল হলো ঈশ্বরীয় জাদুর ফল, যে ফল খেলে লোহা থেকে পারস তো কিছুই নয়, হিরে হয়ে যাবে। এই ফল হলো সকল বিঘ্ন সমাপ্তকারী অমর ফল।

স্লোগানঃ- যে আত্মা অপকারীর প্রতিও উপকার করে, নিন্দুককেও মিত্র মনে করে, সে-ই হলো বাবার সমান।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;